গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব (Achievements of Garibaldi) ঃ ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন গ্যারিবল্ডী। ১৮০৭ খ্রীঃ উত্তর ইতালীর নিস প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কাভুর অপেক্ষা তিন বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ছিলেন আবেগপ্রবণ, স্বাধীনতাপ্রিয়, কবিপ্রাণ মানুষ। তাঁর চরিত্রে কাব্য ও স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে দুঃসাহসিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। সাধারণ রাজনীতিকের ন্যায় দল গঠন অথবা কুটনীতি পরিচালনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ছিল সাধারণ স্তরের। তিনি তীক্ষ্ণ মনীষার অধিকারী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে চিন্তাশীলতা অপেক্ষা আবেগপ্রবণতা ও দুঃসাহসিকতার ঝোঁক বেশী ছিল। হিসেব করে কাজ করা তাঁর স্বভাব ছিল না; কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত খাঁটি। "সন্ন্যাসীরা যেরূপ ঈশ্বরকে ধ্রুব সত্য বলে জ্ঞান করেন, গ্যারিবল্ডী স্বদেশকে সেরূপ ধ্রুব জ্ঞান করতেন।"

গ্যারিবল্ডীর চরিত্র ঃ আবেগপ্রবণতা ও স্বদেশপ্রেম

গ্যারিবল্ডীর জীবন ছিল দুঃসাহসিতায় পূর্ণ। তিনি কিছুকাল ভূমধ্যসাগরে নৌ-পরিচালনা শিক্ষা করেন। এর পর পিডমন্টের নৌ-সেনাদলে একটি বিদ্রোহ ঘটাতে ব্যর্থ চেষ্টা করে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পালান। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের এক দুঃসাহসিকা রমণী, এ্যানিটার প্রেমে পড়ে তিনি তাঁকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। উভয়ে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেন।

দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি আগ্রহ

দক্ষিণ আমেরিকা হতে ফিরে এসে তিনি ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজ জীবনকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ফেলেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি কিছুকাল পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্টের পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেন। এই সময় তিনি গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। চার্লস এলবার্ট এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার নিকট পরাস্ত হন। অতঃপর গ্যারিবল্ডী রোমে এসে ম্যাৎসিনীর রোম প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্যে অস্ত্র ধরেন। এই সময় থেকে তিনি ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদী শিষ্য রূপে পরিচিতি পান। তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্দেশে ফরাসী সেনা রোম আক্রমণ করলে, গ্যারিবল্ডী অসীম বীরত্ব সহকারে রোম রক্ষার জন্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি ফরাসী বাহিনীর বেড়া জাল ছিন্ন করে, প্রায় ৫ হাজার প্রজাতান্ত্রিক সৈন্যকে নিরাপদে রোমের বাইরে আনতে সক্ষম হন। গ্যারিবল্ডীর দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী ইতালীয়দের নিকট তাঁকে এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত করে। ইতালীর যুবশক্তি গ্যারিবল্ডীর নামে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি ইতালীর যৌবনের প্রতীকে পরিণত হন।

ম্যাৎসিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ঃ রোম প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য

১৮৫৯ খ্রীঃ কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে, গ্যারিবল্ডী ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর প্রভাবে মধ্য ইতালীতে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফ্রান্সকে এই সংযুক্তিতে সাহায্যের বিনিময়ে স্যাভয় ও নিস ছেড়ে দেওয়ার জন্যে কাভ্যুর যে চুক্তি করেন, গ্যারিবল্ডী তার তীব্র বিরোধিতা করেন। গ্যারিবল্ডীর জন্মস্থান ছিল নিস। তিনি নিসে গণভোট গ্রহণের সময় ব্যালট বাক্সগুলিকে ধ্বংস করার হুমকি দেন।[১] তিনি কাভ্যুরের সমালোচনা করে বলেন যে, "কাভ্যুর আমাকে নিজ দেশে পরবাসী করছেন।"

মধ্য ইতালীর সংযুক্তিতে গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা

গ্যারিবল্ডীকে নিস থেকে অন্যত্র সরাবার জন্যে, দক্ষিণ ইতালীর সিসিলী অভিযানে তাঁকে উৎসাহ দেওয়া হয়। কাভ্যুর মনে করতেন যে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে গ্যারিবল্ডী বিফল হবেন। ফলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে তিনি মুক্ত হবেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর অভিযানে "অসম্ভব" শব্দটি অজ্ঞাত ছিল। তিনি মাত্র ১০৯০ জন লালকুর্তায় সজ্জিত গেরিলা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিসিলীর মার্শালা বন্দরে অবতরণ করেন। সিসিলীতে ২৫ হাজার বুরবোঁ সৈন্য তাঁকে বাধা দিতে তৈরি ছিল।

দক্ষিণ ইতালী অভিযান

গ্যারিবল্ডীর অবতরণের পর সিসিলীর নির্যাতিত কৃষকেরা তাঁর পক্ষে নেয়। গেরিলা ও কৃষক বাহিনীর সাহায্যে গ্যারিবল্ডী এক মাসের মধ্যে বুরবোঁ বাহিনীকে সিসিলী থেকে হঠিয়ে দেন। সিসিলীর কৃষকদের অভ্যুত্থানের ফলে বুরবোঁ বাহিনী প্রাণভয়ে নেপলসে পালায়। গ্যারিবল্ডী নিজেকে সিসিলীর ডিক্টেটর হিসেবে ঘোষণা করেন।

সিসিলি জয়

সিসিলী অভিযানে গ্যারিবল্ডীর সাফল্য এবং নেপলসে অবতরণের জন্যে তাঁর সঙ্কল্প ঘোষণা কাভ্যুরকে বিভ্রান্ত করে। কাভ্যুর আশঙ্কা করেন যে, গ্যারিবল্ডী নেপলস জয় করে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন করবেন। তা হলে ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্য প্রচেষ্টা বিনষ্ট হবে। গ্যারিবল্ডী যাতে নেপলসে অবতরণ না করতে পারেন এজন্য

নেপলস বিজয়

কাভুর নেপলসের নৌ-বহরকে বাধা দিতে উৎসাহ দেন।[১] কিন্তু গ্যারিবল্ডী Torino এবং Franklin নামক দুইটি জাহাজে তাঁর সেনাদল নিয়ে নেপলসে অবতরণ করেন। তিনি সিসিলী থেকে গেরিলা কৃষক সেনা আনিয়ে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। একটি সম্মুখ যুদ্ধে তিনি নেপলসের বুরবোঁ বাহিনীকে পরাস্ত করে নেপলসের রাজধানী অধিকার করেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর নিজেকে নেপলসের ডিক্টেটর রূপে ঘোষণা করেন। তিনি পোপ শাসিত রাজ্যকে পোপের কবল থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে দক্ষিণ ইতালীতে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে গ্যারিবল্ডী ঘোষণা করেন।

গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইতালীর ঐক্য আন্দোলন এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। যদি গ্যারিবল্ডী তাঁর ঘোষণা কার্যকরী করতেন তবে ইতালী, উত্তরে পিডমন্টের রাজতন্ত্র ও দক্ষিণে প্রজাতন্ত্রে দ্বিধা-বিভক্ত হত। অবশ্য একথা সত্য যে, গ্যারিবল্ডী যাই বলুন না কেন বুরবোঁ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে নেপলস থেকে পোপের সাম্রাজ্য অধিকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভিক্টর ইম্যানুয়েল কাভুরের পরামর্শ ক্রমে গ্যারিবল্ডীর বশ্যতা দাবী করলে গ্যারিবল্ডী বিনা দ্বিধায়, নেপলস ও সিসিলীর অধিকার তাঁকে ছেড়ে দেন। গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্ত ইতালীর মুক্তিযুদ্ধকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করে।

ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নিকট বিজিত রাজ্য হস্তান্তর

এডগার হোল্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইম্যানুয়েলের অধীনে ইতালীর ঐক্যের বিরোধী ছিলেন একথা মনে করা ভুল। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদের প্রতি গ্যারিবল্ডী প্রথমে আস্থাশীল হলেও, পরে তিনি মত পালটান। প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্যে গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা ইতালীর ঐক্যকেই তিনি প্রধান লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্রবাদকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইতালীর ঐক্যকে বিনষ্ট করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।[২] এজন্য তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন।

গ্যারিবল্ডীর নিকট প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ অপেক্ষা জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব

গ্যারিবল্ডীর নিকট ইতালীর স্বাধীনতা ও ঐক্য, অন্ধ আদর্শবাদ অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা নিজ স্বার্থকে গৌণ বলে মনে করতেন। এই স্বার্থত্যাগী, নিরভিমান দেশপ্রেমিক তাঁর কর্মের ও ত্যাগের জন্যে কোন ব্যক্তিগত পুরস্কার লাভের আশা করতেন না। তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হাতে নেপলস ও সিসিলীর দায়িত্ব অর্পণ করে, ক্যাপ্রেরা দ্বীপে, তাঁর খামারে বাকি জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব